বর্ষ: ০১ সংখ্যা: ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ঘরোয়া মুখপত্র

বিআইপিডি কথামালা

এ সংখ্যায় যা রয়েছে

১. মহাপরিচালকের ডেস্ক থেকে ——— ০১
২. বিআইপিডি সংবাদ ——— ০২
৩. বিআইপিডি ওয়ার্কশপ ——— ০৪
৪. কর্পোরেট পরিমন্ডলে শিষ্টাচার ——— ০৬
৫. ফিরে দেখা ——— ০৯
৬. ছবি কথা বলে ——— ১২

গ্রন্থনায় : মো: মোশফেকুল করীম, প্রশিক্ষক
প্রকাশনায় : জনসংযোগ বিভাগ, বিআইপিডি

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Dilkusha Center (9th Floor, Room-904)
28, Dilkusha C/A, Dhaka-1000.
dg@bipdedu.org
+88 02 223389112
www.bipdedu.org

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

মহাপরিচালকের ডেস্ক থেকে

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। কিন্তু বীমার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি অতি ক্ষুদ্র। বাংলাদেশে বীমার অবদান আমাদের জিডিপি এর মাত্র ০.৫০%। এক্ষেত্রে ভারতে বীমার অবদান ৪%। অর্থাৎ আমাদের চেয়ে আটগুন বেশী। প্রতিবেশী দেশ ভারতে বীমার ঘনত্ব ৯২ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশে মাত্র ১২ মার্কিন ডলার। বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার কথা সংশ্লিষ্ট সবাই বলছেন। সামান্য যে অগ্রগতি হয়েছে বা হচ্ছে তাতে সন্তুষ্টি অর্জন করার মত অবস্থা নেই।

অতি সম্প্রতি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ বিগত তিন বছরের (২০২১-২০২৩) বার্ষিক প্রতিবেদন একত্রে বের করেছে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর প্রকাশিত হবার কথা। বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা অবহিত হয়েছি যে, ২০২২ সালে মোট প্রিমিয়াম প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১০%। বিগত দশ বছরে এটি সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম প্রবৃদ্ধির হার। বিগত কয়েক বছরে বীমা শিল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর সুফল কতটা হয়েছে তা পরিমাপের জন্য একটি জরিপ বা গবেষণা করা জরুরি বলে আমরা মনে করি। বিআইপিডি এই কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে অত্যন্ত আগ্রহী।

বীমা গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষনে এবং বীমা সেবার মান উন্নয়নে বিআইপিডি তার নিজস্ব উদ্যোগে ইতোমধ্যে তিনটি কর্মশালা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের স্বনামধন্য পেশাজীবি ও চিন্তক ব্যক্তিগণ তাদের মূল্যবান বক্তব্য কর্মশালায় পেশ করেন। তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য বিআইপিডি অত্যন্ত আনন্দিত। ভবিষ্যতে আরো কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বীমা শিল্পে আমাদের অবদানকে আরো সমুজ্জল রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিআইপিডি ইতোমধ্যে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জুলাই ২০২৩ এ দশম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বিগত বছর সমূহে আমাদের চলা পথ সুগম ছিলনা। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে আমরা আর্থিক সংকটের মধ্যে কাল যাপন করেছি। তবু আমরা আমাদের গুনগত মান, নীতি ও কার্য পরিধি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছি। দেশী-বিদেশী রিসোর্স পারসনদের দ্বারা আমরা কোর্স-সমূহ পরিচালনা করেছি। IDRA এর ও বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতা পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি।

আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি বিআইপিডি'র সুনাম ও মর্যাদা কে অক্ষুন্ন রাখতে। এর ফলে বীমা শিল্পের সমস্যা সমূহকে চিহ্নিত করে নবযাত্রার নবদিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। প্রায় প্রতি বছর আমরা অত্যন্ত যুগোপযোগী বিষয় সমূহ নিয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ করেছি। বীমা ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনার উপরে পুস্তক প্রকাশ করেছি। সেমিনার উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা গুলো স্যুভিনির আকারে প্রকাশ করেছি। এইসব প্রকাশনা সমূহ বর্তমান ও আগামী গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমরা আশা করি বিআইপিডি তার জ্ঞান, গবেষণার ক্ষেত্র আরো বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্যে BIPD Consultancy and Research Council (BCRC) গঠন করা হয়েছে।

বীমা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও পরামর্শের মাধ্যমে আমরা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের বীমা ব্যবসায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিআইপিডি একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে How To Enhance Transparency in Insurance Business। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বীমা শিল্প সংশ্লিষ্ট সকল বিজ্ঞজন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ এই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হবেন ও সর্বাত্বক সহযোগিতা করবেন।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের এক নতুন যুগে প্রবেশের কালে আমরা কখনো যেন ভুলে না যাই যে, অসংখ্য সাহসী ছাত্র-জনতা একটি ন্যায়ের যুদ্ধে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের কর্মকান্ড আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের পরিচালিত হতে হবে সততা, সাহস ও ন্যায়-বিচারের পথে।

বিআইপিডি সংবাদ

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)'র নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম-কে ফুল ও বিআইপিডি'র প্রকাশনা দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (বিআইপিডি। প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক জনাব কাজী মোঃ মোরতুজা আলী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালকের পিএস জনাব মোঃ আরিফুর রহমান।

আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কো: লি: এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বীমা শিল্পে দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিআইপিডি'র ভূমিকা অপরিসীম এবং এই শিল্পের অগ্রগতিতে আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিটি কার্যক্রম অনুকরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমি আশাবাদী। আমাদের সকলের সার্বিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় বীমা শিল্প কাংখিত লক্ষ্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আস্থা লাইফের আগামী দিনে চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগাবে। অতীতের ন্যায় বিআইপিডি'র সকল কার্যক্রমে আস্থা লাইফের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং বীমা শিল্পের উন্নয়নে একত্রে কাজ করার প্রয়াসে এই কোম্পানী বদ্ধপরিকর।

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল
শাহ্ সগিরুল ইসলাম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি (অবঃ)
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
এসকেএস টাওয়ার, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

বিআইপিডি সংবাদ

এসেছে নতুন শিশু ঃ শুভ জন্মদিন পালন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বিআইপিডির কোম্পানী সচিব আমিরা সায়ীদা বিনতে আনোয়ার এবং বিজনেস প্রমোশন অফিসার জনাব মোঃ আরিফুর রহমান এর পুত্র মোঃ আশহাবুর রহমান (আবদুল্লাহ) গত ০৩/০১/২০২৩ইং তারিখে মহান আল্লাহপাকের ইচ্ছায় পৃথিবীর মাটিতে পর্দাপন করেন। ০৩/০১/২০২৪ইং তারিখে আবদুল্লাহর বয়স ০১ বৎসর পূর্ন হওয়ায় খিলগাঁও রঁদেভূ চাইনিজ এন্ড পার্টি সেন্টারে সন্ধ্যায় "জন্মদিন পালন" উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত উৎসবে বিআইপিডির মহাপরিচালক কাজী মোঃ মোরতুজা আলী স্যার সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিআইপিডি পরিবারের সদস্যগণ এবং আয়োজকদের পরিবারের গণ্যমান্য সদস্যবৃন্দ, বন্ধু-পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীগণ উৎসবের নৈশভোজে অংশগ্রহণ করে জন্মদিনের পরিবেশকে আনন্দে মুখরিত করে তোলেন। আমরা বিআইপিডি পরিবারের পক্ষ থেকে নতুন অতিথির আলোকিত উজ্জল ভবিষ্যত এবং নেক হায়াত কামনা করছি।

নতুন জীবনে প্রবেশঃ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বিআইপিডির আইটি বিভাগের জুনিয়র অফিসার জনাব কামরুজ্জামান গত ০৫/০১/২০২৪ইং তারিখে নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি মোসাম্মত লাকী বেগম এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নববধূ মোসাম্মত লাকী বেগম বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ অফিসে কর্মরত আছেন। কামরুজ্জামানের নিজ বাড়ী দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত বিবাহের অনুষ্ঠানে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীসহ প্রায় ১০০০ এর মতো ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিআইপিডি পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা নব-দম্পত্তির উজ্জল ভবিষ্যত এবং সুন্দর, সুখ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

বিআইপিডি পরিবারে নতুন ০২ জন কর্মকর্তার শুভাগমন ঃ

গত ০৫ জুন, ২০২৪ তারিখে যুথী আক্তার (বিজনেস প্রমোশন অফিসার) এবং ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে সুমন হাওলাদার, কোর্স কো-অর্ডিনেটর (কমিউনিকেশন এন্ড আইটি) হিসেবে বিআইপিডি পরিবারে যোগদান করেন। বিআইপিডি পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তাদের দীর্ঘ পথচলায় রইল শুভকামনা।

নতুন কলেবরে প্রকাশের অপেক্ষায় ঃ সহজ ভাষায় প্রচলিত ও ইসলামী জীবন বীমা ঃ

বিআইপিডির মহাপরিচালক জনাব কাজী মোঃ মোরতুজা আলী রচিত বহুল প্রচারিত "সহজ ভাষায় প্রচলিত ও ইসলামী জীবন বীমা" বইটিতে আরো দুটি নতুন অধ্যায় সংযোজন করে অচিরেই নতুন কলেবরে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বইটি বীমা পেশায় নিয়োজিত ডেস্ক ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরতদের কাছে অধিক সমাদৃত। কাজী মোঃ মোরতুজা আলী স্যার রচিত বইটি সকলের সংগ্রহশালায় রাখার মতো।

শোক সংবাদ ঃ বিআইপিডির একাডেমিক কাউন্সিল মেম্বার শ্রদ্ধেয় এম. মুজাহিদুল ইসলামের পরলোক গমন ঃ

আমরা গভীর দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, বিআইপিডির একাডেমিক কাউন্সিল মেম্বার আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জনাব এম. মুজাহিদুল ইসলাম স্যার দূরারোগ্য কিডনী জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৭ জুলাই, ২০২৪ ইং তারিখ বিকালে পরলোকগমন করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমের মৃত্যুসংবাদে বিআইপিডি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মৃত্যু একটি অমোঘ সত্যঃ জীবনের অবধারিত পরিণাম। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে প্রার্থনা করছি তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুজাহিদুল ইসলাম স্যারের আত্মার চিরশান্তি নিশ্চিত করুন এবং জান্নাতবাসী করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং রহমতদাতা। তিনি মরহুমের পরিবারের সবাইকে এই শোক সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করুন। আমীন।

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

আসন্ন সেমিনার

বিআইপিডি আগামী ১২ই নভেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে **"How to Enhance Transparency in Insurance Business"** শিরোনামে ৯ম বারের মতো জাতীয় সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

Title of the Topic:

Importance of transparency in insurance business.
Role of IDRA in ensuring transparency in insurance sector.
Enhancing Transparency and Image of Insurance Business: Bangladesh Perspective.
Ways and means to enhance transparency in insurance sector.
Innovation and technology in Insurance Sector-enhancing transparency and building trust
Implication of Financial Reporting Standards to enhance transparency

আসন্ন ওয়ার্কশপ

বিআইপিডি আগামী ০৮ই অক্টোবর, ২০২৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত "বীমা শিল্পে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ: কেন এবং কিভাবে" শীর্ষক একটি অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

সদ্য অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট লিঃ (বিআইপিডি) আয়োজিত "বীমা গ্রাহক সেবা ও গ্রাহক সুরক্ষা" শীর্ষক একটি অনলাইন কর্মশালা গত ২০ আগষ্ট, ২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এর সাবেক পরিচালক এবং বিআইপিডির একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য জনাব এ. এইচ. মোস্তফা কামাল খান।

এই কর্মশালাটিতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলফা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নুরে আলম ছিদ্দিকী (অভি), ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর সাবেক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মীর নাজিম উদ্দিন আহম্মেদ, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও জনাব মোঃ মঈনুল আহসান চৌধুরী এবং ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুখ্য হিসাব রক্ষক জনাব প্রবীর চন্দ্র দাস এফসিএ।

কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইপিডি এর মহাপরিচালক জনাব কাজী মোঃ মোরতুজা আলী।

আলোচকবৃন্দ নিম্নরুপ সুপারিশমালা পেশ করেন।

- সুষ্ঠু দাবী ব্যবস্থাপনার জন্য সার্ভেয়ারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে তাদের কার্যাবলী নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা প্রয়োজন। তাদের জন্য উন্নত মানের প্রাথমিক, মধ্যম ও উচ্চতম প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- দ্রুততম সময়ে দাবী পরিশোধের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।
- বীমাশিল্পে আস্থার সংকট কাটাতে হলে দাবী পরিশোধ ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। দাবী পরিশোধে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বীমা কোম্পানীর ওয়েবসাইটে দাবি পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

বিভিন্ন লাইফ ও নন-লাইফ বীমা কোম্পানিসমূহের অর্ধশতাধিক নির্বাহী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উক্ত কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণ করেন।

বিআইপিডি কথামালা-০৫

BIPD
BANGLADESH INSTITUTE FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

কর্পোরেট পরিমন্ডলে শিষ্টাচার

মো: মোশফেকুল করীম

বিখ্যাত মনিষী উইলিয়াম কাপ্পি বলেছেন "যতটুকু না হলেই নয়, তার চাইতে আরও একটু বেশি বিনয়ের সাথে নিজেকে প্রকাশ করার নামই হলো শিষ্টাচার"।

শিষ্টাচার এমনই একটা বিষয় যা পরিবার থেকে শুরু হয়। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শন করে। অফিস আদালতে কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ তাদের উর্ধ্বতনদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করেন। কেউ এর ব্যতিক্রম করলেই আমরা বলি লোকটা অভদ্র। ভাল ব্যবহার জানে না।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিষ্টাচার প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আমরা আমাদের জীবনের এক তৃতীয়াংশের বেশি সময় কর্মক্ষেত্রে ব্যয় করি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরা, উঠা বসা, যাওয়া-আসা এবং যানবাহনে সময় ব্যয়সহ আরো বেশ কিছু সময় নানাভাবে আমরা জীবনে ব্যয় করে থাকি। কর্মক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে যে ধরণের শিষ্টাচার প্রদর্শন করা প্রয়োজন তা আজ আমার ক্ষুদ্র লেখনীর মাধ্যমে আলোচনা করবো। এ শিষ্টাচার প্রদর্শন অফিসের সহকর্মীদের সাথে, কর্মকর্তাদের সাথে, কর্মচারীদের সাথে এমনকি অফিসে আগত দর্শনার্থীদের সাথেও। সভা, খাবার টেবিল, পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানে, ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, কর্মজীবনে, সামাজিক পরিমন্ডলে আমরা যত বেশী সৌজন্য, বিনয় প্রদর্শন করবো ততবেশী আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। আর এসব প্রকাশে কোন আর্থিক ব্যয় নেই। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, "Courtesy costs nothing."

কর্মক্ষেত্রে শিষ্টাচারঃ

১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অফিস কক্ষে প্রবেশের পূর্বে দরজা নক করুন।
২) কক্ষে প্রবেশের পর কর্মকর্তার সাথে করমর্দন ও কুশল বিনিময় করুন। কর্মকর্তা বসতে বলার পরে বসুন।
৩) নিজের কাছে সবসময় একটি নোট বই ও কলম রাখুন।
৪) কর্মকর্তার সামনে আড়াআড়ি ভাবে পা (Cross Leg) রেখে বসা সমীচীন নয়।
৫) উচ্চস্বরে কথা না বলে মার্জিতভাবে কথা বলুন।
৬) উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অধ:স্তন কর্মচারীদের সাথে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ব্যবহার করুন।
৭) অধ:স্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে কখনো অশোভন আচরণ এবং গালমন্দ করবেন না। এতে কর্মীর মনোবল ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
৮) আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন। অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করুন।
৯) কোন বিষয় নিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে তর্কে জড়াবেন না, গলার স্বর স্বাভাবিক রাখবেন।
১০) কথা বলার সময় আঙ্গুল বা হাত উঁচিয়ে কথা বলবেন না।
১১) কোন কারণে অফিসের অনুষ্ঠানসমূহে (প্রশিক্ষণ/উন্নয়নসভা/কর্মীসভা/প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী/অন্যান্য) উপস্থিত হতে বিলম্ব হলে খোঁড়া যুক্তি দেখাবেন না।
১২) মহিলা কর্মীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন। সৌজন্যমূলক দুরত্ব বজায় রাখুন।
১৩) অধীনস্থ কেউ ভাল কাজ করলে তার প্রশংসা করুন। এতে তার কাজের প্রতি উদ্যম এবং স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে।
১৪) রাজনৈতিক/ধর্মীয় বা যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা যথাসম্ভব পরিহার করুন।

পোশাকের ক্ষেত্রে শিষ্টাচারঃ

১. সবসময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করুন।

২. চুল পরিপাটি রাখুন। জুতো রাখতে হবে ঝকঝকে।

৩. কোন অনুষ্ঠানে যতটা সম্ভব রঙ চঙের পোশাক পরিহার করুন। এ ধরণের অনুষ্ঠানে হালকা রংয়ের শার্ট, গাঢ় রংয়ের প্যান্ট (কালো হলে ভালো হয়), টাই, কালো জুতা, কালো মোজা মানানসই হয়ে থাকে। পরিবেশ, সময় এবং আধুনিকতা অনুযায়ী স্যুট, ব্লেজার পরিধান করুন। স্যান্ডেল যথাসম্ভব পরিহার করুন। পায়জামা, পাঞ্জাবির সাথে বেল্টের স্যান্ডেল ব্যবহার করুন।

৪. আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে ফুলহাতা শার্ট, গাঢ় রংয়ের ব্লেজার, স্যুট, টাই এবং কালো জুতা মানানসই। অনুষ্ঠানে আপনি হালকা পারফিউম ব্যবহার করতে পারেন।

৫. অনুষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী পরিপাটি পোশাক পরিধান করুন। এক্ষেত্রে আপনার বয়স, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে পোশাক পছন্দ এবং নির্বাচন করুন। কোন মৃত ব্যক্তির শোকসভা অথবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রঙ চঙের পোশাক বড়ই বেমানান দেখাবে।

৬. মহিলাদের সাজসজ্জা মার্জিত এবং সুরুচি সম্মত হতে হবে। উৎকট সাজ, ভারী গহনা সামগ্রী পরিহার করতে হবে। শাড়ী, সালোয়ার কামিজ, ওড়না মার্জিত রং এর হতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদ শালীনতার সাথে পরিধান করুন। পায়ের স্যান্ডেল, জুতা যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। বোরকা ও হিজাব সুন্দর ও পরিপাটি করে পড়ুন।

অতিথি বরণ ও খাবারের সময়ে শিষ্টাচারঃ

১. বাসায় আমন্ত্রিত অতিথি এলে তাকে হাসিমুখে সালাম দিয়ে অভিবাদন জানান। করমর্দন, আলিঙ্গন করুন। এতে অতিথি নিজেকে সম্মানিত বোধ করবেন।

২. শিশু-কিশোরদের মাঝে আপনার ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার, উষ্ণতার পরশ বুলিয়ে দিন। পরিবেশ প্রানময় হয়ে উঠবে।

৩. সঠিক সময়ের মধ্যে আমন্ত্রিত স্থানে বা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। অধিক পূর্বে বা অনেকক্ষন পরে উপস্থিত হবেন না। আমন্ত্রিত নন এমন কাউকে (বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়) সঙ্গে নেবেন না।

৪. অনুষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী পোষাক নির্বাচন ও পরিধান করুন।

৫. আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাথে খাবার টেবিলে এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না যা পরিবেশকে অস্বস্তিকর করতে পারে। বিশেষ করে রাজনীতি/ধর্মীয়/পারিবারিক যে কোন স্পর্শকাতর বিষয় এড়িয়ে চলতে হবে। নোংরা/অশালীন কোন কৌতুক পরিবেশন করবেন না। এতে আপনার প্রতি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যেতে পারে মুহূর্তেই।

৬. অতিথিদের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন। পারস্পরিক মত বিনিময় করুন। এতে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

৭. আপনার সাথে খাবার টেবিলে যারা বসবেন তাদের সবার জন্য অপেক্ষা করার পর খাবার শুরু করুন।

৮. খাবারের প্লেটে কোন খাবারই প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেবেন না। বিশেষ করে ব্যুফে খাবার গ্রহণের সময় অন্যের বিষয়টি বিবেচনা করুন।

৯. কোন কারণে খাবার টেবিলে খাবারের আইটেম অপর্যাপ্ত পরিবেশিত হলে অহেতুক হৈ চৈ করে বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন না। এতে আয়োজনকারী এবং অন্যরা অসম্মানিত বোধ করে থাকেন।

১০. খাবার সময় মুখ হাঁ করে খাবার চিবানো এবং খাবার মুখে রেখে কথা বলা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু দেখায়। এ ধরণের অভ্যাস থাকলে তা আজই পরিত্যাগ করুন।

অতিথি বরণ ও খাবারের সময়ে শিষ্টাচার:

১১. খাবার সময় টেবিল ন্যাপকিনের ভাঁজ খুলে আপনার কোলের উপর রাখুন।

১২. খাবার টেবিলে পানি পান করার সময় কুলকুচি করবেন না। দাঁতে কোন খাবার কনা আটকে গেলে আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে তা সরাবেন না, বিশ্রী দেখায়। এরকম অবস্থায় টেবিল হতে উঠে অথবা একহাতে মুখ ঢেকে টুথপিক দিয়ে খাবার কনা সরিয়ে ফেলুন।

১৩. ছুরি, কাঁটা চামচ ব্যবহার করার সময় সাবধানে থাকতে হবে। যাতে প্লেটে লেগে শব্দ না হয়। বিশেষ করে মাংস কাটার সময় খুব সাবধানে থাকতে হবে। নয়তো মাংসের টুকরো পিছলে আপনার অথবা পাশের লোকের গায়ে পড়ে কাপড় নষ্ট হতে পারে।

১৪. চা-কফি খাবার সময় ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ, সোঁ-সোঁ শব্দ করে খাওয়া ঠিক নয়। এটা অশোভন দেখায়।

১৫. খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ যত্রতত্র ছড়িয়ে, ছিটিয়ে না ফেলে টেবিলে রক্ষিত প্লেট ব্যবহার করুন। পানির মগ, গ্লাস, বোতল, প্লেট, অন্যান্য কিছু সাবধানতার সাথে ব্যবহার করুন।

১৬. খাবার শেষে প্লেটে হাত না ধুয়ে নির্ধারিত স্থানে গিয়ে (বেসিনে) শৃংখলার সাথে সাবান/হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে এবং পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার করে হাত-মুখ ধৌত করে টিস্যু পেপার/টাওয়েল ব্যবহার করে অতিথিদের জন্য বসার স্থানে নিজেকে উপবেশন করুন। ব্যবহৃত টিস্যু, ন্যাপকিন, টুথপিক, পানের পিক যথাস্থানে (বাস্কেট, ওয়েস্টবিন ইত্যাদি) ফেলুন। সামাজিক অনুষ্ঠানে ধূমপান অবশ্যই বর্জনীয়।

সভায় শিষ্টাচারঃ

১. সভায় শুরু হওয়ার কিছুক্ষন পুর্বে সভাস্থলে উপস্থিত হোন।

২. সভায় সভাপতি অথবা অন্য কোন কর্মকর্তার বক্তব্য প্রদানের সময় তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

৩. সভায় কেউ বক্তব্য প্রদান কালে তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকুন। বক্তব্য শেষে অথবা হাত তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষন করুন এবং অনুমতি পেলে কথা বলার চেষ্টা করুন। বিস্কুট/ চুইংগাম/লজেন্স/পান মুখে রেখে কথা বলবেন না।

৪. সভা চলাকালীন আপনার কথায় ও আচরণে সৌজন্য প্রকাশ করুন। মুরুব্বী ও শ্রদ্ধাভাজনদের সম্মান প্রদর্শন করুন।

৫. সভা চলাকালীন আপনার মোবাইল ফোন সাইলেন্ট/বন্ধ রাখুন।

৬. সভায় পক্ষপাত মূলক বক্তব্য দিবেন না।

৭. যদি আপনি কোন সভায় সভাপতিত্ব করেন, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করবেন সভা যেন সঠিক সময় শুরু হয়। সভার পরিবেশ সুন্দর রাখতে সচেষ্ট হবেন। কোন প্রকার তর্কে জড়িয়ে সভার পরিবেশ যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

৮. সভার বিরতীকালীন সময়ের মধ্যে (চা/মধ্যাহ্নভোজ/প্রার্থনা/বৈকালীন পর্ব) আপনার পানাহার পর্ব সমাপ্ত করুন।

৯. সভা শেষে মঞ্চ থেকে নেমে সভাস্থলে সবার সাথে হাসিমুখে ভাব বিনিময় করুন। অনুষ্ঠানের সার্বিক দিক নিয়ে আলাপ আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশ করুন। এতে আপনার মুগ্ধতা ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাবে।

১০. সভাস্থল পরিত্যাগের সময় সকলকে বিদায় সম্ভাষন ও শুভকামনা জানান। এতে আপনার হৃদয়ের বিশালতা প্রকাশ পাবে।

সহকর্মী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শিষ্টাচারঃ

১. সহকর্মীদের সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বা অন্য সহকর্মীর সমালোচনা ও গীবত করবেন না।
২. জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করুন।
৩. ফ্লোরে সবাইকে শুনিয়ে, চেঁচিয়ে, ঝগড়ার মত উচুঁ গলায় ল্যান্ড ফোনে অথবা মোবাইল ফোনে কথা বলবেন না।
৪. কোন ব্যাপারে তোষামোদ করবেন না। তোষামোদকারী ব্যক্তিত্বহীন হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকেন।
৫. সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।

শেষ কথা:

নিজেকে সকল ক্ষেত্রে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করুন। আপনি একজন নেতা-একজন কর্মকর্তা। প্রতিদিন হাসিমুখে কাজ শুরু করুন। মনে মনে স্থির করুন, আমি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। আমাকে দিয়ে কারও কোন ক্ষতি হবেনা। আপনার সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। কোথাও ভুলত্রুটি হলে বুঝিয়ে দিন। নিজ আচরণ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। মানুষ আপনার শিষ্টাচারের জন্য আপনাকে ভালবাসবে, আপনার অশিষ্ট আচরণের জন্য ঘৃণা করতে পারে। এখন পছন্দ আপনার, আপনি কোন পথে যাবেন।

ফিরে দেখা

বিআইপিডি ২০১৬সাল থেকে নিম্নবর্নিত শিরোনামে বেশ কিছু প্রফেশনাল কোর্স/ওয়ার্কশপ/সেমিনারের আয়োজন করে। শিরোনাম সমূহ নিম্নরুপ:

Sustainable Human Resource Development in Financial Sector
Acturial Aspects of Life Assurance
Fundamentals on Capital Market Research
Training The Trainers (TTT)
Practical Aspects for Life Insurance
Cyber Security Measures: From Managerial Perspective
Strategies for Derivatives Markets & Economic Empowerment
Present Market Scenario & Challenges of Bangladesh Insurance Sector (National Seminar)

ফিরে দেখা

বিআইপিডি ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে Sustainable Human Resource Development in Financial Sector শিরোনামে সপ্তাহব্যাপী প্রফেশনাল কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রফেশনাল কোর্সে ১৫টি (লাইফ ইন্স্যুরেন্স, নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন) কোম্পানীর ২৫ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

বিআইপিডি ২০১৬ সালের মার্চ মাসে বীমা শিল্পসহ অন্যান্য ফিন্যান্সিয়াল কোম্পানির কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় Training The Trainers (TTT) কোর্স। যেখানে ১৫ টি কোম্পানির প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগের ১৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ফিরে দেখা

বিআইপিডি ২০১৬ সালের ৭-১১ আগষ্ট পর্যন্ত ০৫ দিন ব্যাপী Practical Aspects for Life Insurance শিরোনামে প্রফেশনাল কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত কোর্সে ১২ টি কোম্পানীর ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহন করেন।

বিআইপিডি ২০১৬ সালের ১৬ ও ১৭ই অক্টোবর ইং তারিখে ০২ দিন ব্যাপী Strategies for Derivatives Markets & Economic Empowerment শিরোনামে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন।

ফিরে দেখা

বিআইপিডি ২০১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইং তারিখে দিনব্যাপী আয়োজন করা হয় Present Market Scenario & Challenges of Bangladesh Insurance Sector (National Seminar)। সেমিনারে ২০টি কোম্পানীর (নন-লাইফ, লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও বিশ্ববিদ্যালয়) ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিভিন্ন বিভাগের ৭৩ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণার্থীসহ প্রায় ১২০ জন অংশগ্রহন করেন।

ছবি কথা বলে

বিআইপিডি আয়োজিত আইডিআরএ বাধ্যতামূলক এজেন্ট প্রশিক্ষণ আকিজ তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি এর মানিকগঞ্জ অঞ্চলের প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীর অংশ বিশেষ।

ছবি কথা বলে

বিআইপিডি আয়োজিত আইডিআরএ বাধ্যতামূলক এজেন্ট প্রশিক্ষণ বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিঃ এর ঢাকা অঞ্চলের প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীর অংশ বিশেষ।

বিআইপিডি আয়োজিত আইডিআরএ বাধ্যতামূলক এজেন্ট প্রশিক্ষণ গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর কুমিল্লা অঞ্চলের প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীর অংশ বিশেষ।

ছবি কথা বলে

বিআইপিডি আয়োজিত আইডিআরএ বাধ্যতামূলক এজেন্ট প্রশিক্ষণ সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিঃ এর চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীর অংশ বিশেষ।

বিআইপিডি আয়োজিত আইডিআরএ বাধ্যতামূলক এজেন্ট প্রশিক্ষণ মেটলাইফ ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ এর প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীর অংশ বিশেষ।

ছবি কথা বলে

বিআইপিডি আয়োজিত আইডিআরএ বাধ্যতামূলক এজেন্ট প্রশিক্ষণ জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি: এর প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীর অংশ বিশেষ।

বিআইপিডি আয়োজিত আইডিআরএ বাধ্যতামূলক এজেন্ট প্রশিক্ষণ নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এর প্রশিক্ষণ চলাকালীন অংশগ্রহণকারীর অংশ বিশেষ।